দৈনিক ইত্তেফাক

JUN 09 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঘুষ গ্রহণ ও দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষা ভবনের ৪ জনকে বদলি ॥ শুরু হয়েছে 'দেন-দরবার'

রেজানুর রহমান ॥ ঘুষ গ্রহণ, ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষা অধিদপ্তরের ৪ জন কর্মচারীকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের ইতিহাসে দুর্নীতির অভিযোগে ৪ জন কর্মচারীকে ঢাকার বাইরে এক সংগে বদলি করার ঘটনা এই প্রথম। এর আগে দুর্নীতির অভিযোগে এক কক্ষের কর্মচারীকে অন্য কক্ষে অথবা এক (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

'দেন-দরবার'

সেকশনের কর্মচারীকে অন্য সেকশনে বদলি করা হয়েছিল। এবারই প্রথম শিক্ষা অধিদপ্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহাপরিচালক আব্দুর রশীদের অনমনীয় মনোভাবের কারণে দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদেরকে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে। তবে বদলির এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে মন্ত্রী পর্যায়ে দেন-দরবার শুরু হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুর রশীদ বলেছেন, "আমরা শিক্ষা অধিদপ্তরের সুনাম বৃদ্ধি করতে চাই। কাজেই দুর্নীতিবাজ যে যেই হোক তার জায়গা শিক্ষা অধিদপ্তরে হবে না"।

দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষা অধিদপ্তরে বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এমপিও ভুক্তি, বদলি ও বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকার বয়স সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি অব্যাহত রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার পার্বতীপুরের একটি মাদ্রাসার জনৈক শিক্ষক শিক্ষা ভবনের একজন অফিস সহকারীর ঘুষ গ্রহণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর কাছে প্রমাণসহ লিখিত অভিযোগ উত্থাপন করেন। শুক্রবার দৈনিক ইত্তেফাকে শিক্ষা ভবনের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক অনিয়ম দুর্নীতি সংক্রান্ত সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হলে, কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর হয়। ঘুষ গ্রহণ ও দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে তাৎক্ষণিকভাবে ৪ জনকে বদলি করা হয়। তারা হলেন: (১) সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ, উচ্চমান সহকারী (বেসরকারী কলেজ শাখা), (২) মোঃ শামসুল আলম, অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক (মাদ্রাসা শাখা), (৩) আব্দুর রহিম, অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক (বেসরকারী স্কুল শাখা), (৪) এস.এম নুরুল আলম, এমএলএসএস (মাদ্রাসা শাখা)। সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদকে পিএন সরকারী গার্লস স্কুল রাজশাহী, শামসুল আলমকে দিনাজপুর জেলা স্কুলে, আব্দুর রহিমকে বিএল কলেজ খুলনায় এবং নুরুল আলমকে কক্সবাজার সরকারী কলেজে বদলি করা হয়েছে।